চুয়াডাঙ্গায় পৃথক পৃথক স্থানে ভ্রাম্যমান আদালতের অভিযান জরিমানা আদায়

চুয়াডাঙ্গায় সরকার ঘোষিত লকডাউন মানতে নারাজ অনেকেই। চুয়াডাঙ্গায় জনসমাগম নেই এমন এলাকা নাই। প্রত্যেক এলাকায় জনসমাগমে ভরা এবং বিনা প্রয়োজনে বাহির হচ্ছেন সাধারণ মানুষ তাদেরকে প্রশাসনের নজরদারিতে রেখে করা হচ্ছে জরিমানা।

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট মুহাম্মদ সাদিকুর রহমান চুয়াডাঙ্গায় পৃথক পৃথক স্থানে অভিযান পরিচালনা করেছেন।

শনিবার বেলা সাড়ে বারোটার সময় চুয়াডাঙ্গা সদরের একাডেমি মোড়, নীলমনিগঞ্জ বাজার, কুলচারা মোড়, সাতগাড়ী মোড়, ফার্মপাড়া ও বেলগাছি রেলগেট এলাকায় মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে স্বাস্থ্যবিধি না মানার অপরাধে দন্ডবিধি ১৮৬০ এর ১৮৮ ধারায় ৩টি মামলায় ৩ জনকে সর্বমোট ১২শ, হেলমেট নাথাকায় সড়ক পরিবহন আইন ২০১৮ অনুযায়ী ৪টি মামলায় ৪ জনকে ৮’শ ও প্রকাশ্যে ধুমপান করায় ধুমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার(নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ এর ৪ ধারায় ১ টি মামলায় ১ জন কে ১’শ অর্থদন্ড প্রদান করেন।

এ সময় চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট মুহাম্মদ সাদিকুর রহমান মাস্ক বিতরণ ও গরীব চা দোকানী, ভ্যানচালকদের খাদ্য সহায়তা প্রদান করেন। মোবাইল কোট পরিচালনায় সহযোগিতায় ছিলেন মোঃ সোবহান আলী, পেশকার, মোবাইল কোর্ট, মোঃ শফিকুল ইসলাম, সিএ, উপজেলা পরিষদ ও সদর থানা পুলিশের চৌকস দল। জনস্বার্থে এ অভিযান চলতে থাকবে বলে জানিয়েছেন চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা।

আলমডাঙ্গায় সর্বাত্মক’ লকডাউন অমান্য করায় ৩ জনকে জরিমানা

আলমডাঙ্গায় ‘সর্বাত্মক’ লকডাউন অমান্য করে চলাচল ও লকডাউন অমান্য করে দোকান খুলে মালামাল বিক্রয় করায় ৩ জনকে ২ হাজার ৫ শ টাকা জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত।

শুক্রবার বেলা সাড়ে ১১ টার দিকে উপজেলা সহকারি কমিশনার ভূমি ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিট্রেট হুমায়ন কবির ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে এ জরিমানা করেন।ভ্রাম্যমান আদালত সূত্রে

জানাগেছে, শুক্রবার দেশজুড়ে সর্বাত্মক লকডাউনের ৮ম দিন। দিন শুরুর দিকে আলমডাঙ্গা শহরে বাড়তে থাকে জনসমাগম। আলমডাঙ্গা উপজেলা সহকারি কমিশনার ভূমি ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিট্রেট হুমায়ন কবির ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন।

এ সময় ১ টি মটর সাইকেল চালককে ৫শ টাকা ,এক মুদিখানা দোকানদারকে ১ হাজার, ও ১টি ঔষধের দোকানদার কে স্বাস্থ বিধি না মানায় দন্ডবিধি ১৮৬০ এর ২৬৯ ধারা মোতাবেক ১ হাজার টাকা মোট ২ হাজার ৫ শত টাকা জরিমানা করেন। ভ্রম্যমান আদালতে সার্বিক সহযোগিতা করেন বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ও আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ। এ সময় লকডাউনে স্বাস্থ্য বিধি অমান্য করে চলাচল করায় ভ্রম্যমান আদালতে ৩ জনকে ২ হাজার ৫ শ টাকা জরিমানা করেন।

আলমডাঙ্গায় পান বরজে গাঁজা চাষ, আটক-১

আলমডাঙ্গার পান বরজে দীর্ঘদিন গাঁজা গাছ চাষ। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ অভিযান চালিয়ে গাঁজা চাষি সহ গাছ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

শুক্রবার বেলা সাড়ে ১১ টার দিকে পারদুর্গাপুর গ্রাম থাকে গাঁজা

চাষিকে আটক করে। আটকৃত ব্যাক্তি পারদুর্গাপুর গ্রামের মজিবার রহমানের ছেলে রুবেল ইসলাম (২৫)।

জানাগেছে, আলমডাঙ্গা উপজেলার কুমারি ইউনিয়নের পারদুর্গাপুর গ্রামের মজিবার রহমানের ছেলে রুবেল ইসলাম। সে পারদুর্গাপুর মাঠে দীর্ঘদিন পানের চাষ করে। এরই সুযোগে গোপনে পানের বরজে গাঁজার গাছ লাগিয়ে চাষ করে।

এ গাছের পাতা খুচরা বিক্রয় করে। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে আলমডাঙ্গা থানার এসআই আব্দুল গাফ্ফার সঙ্গীয় ফোর্স পারদুর্গাপুর গ্রামে মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করেন। এসময় ওই পান বরজ থেকে গাঁজার গাছ উদ্ধার করে। এছাড়াও গাঁজার গাছ চাষের অভিযোগে গাঁজা চাষি রুবেলকে আটক করে পুলিশ। শুক্রবার মাদক আইনে মামলা দায়ের করে পুলিশ।শুক্রবার সংশ্লিষ্ট মামলায় জেল হাজতে পাঠায় আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ।

কুষ্টিয়ায় ১৪৩ জনকে জরিমানা ও দুইজনের কারাদন্ড

কুষ্টিয়ায় লকডাউনের ষষ্ট দিনেও কঠোর অবস্থানে ছিল প্রশাসন। এ সময় কঠোর বিধি-নিষেধ অমান্য করায় ১১৯ টি মামলায় ৭৭ হাজার ২০০ টাকা জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত। এরমধ্যে ১৪৩ জনকে জরিমানা এবং দুইজনকে কারাদন্ড প্রদান করেছে।
বুধবার রাতে কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে এ তথ্য জানানো হয়।

ভ্রাম্যমান আদালতসুত্রে জানা যায়, বুধবার জেলার প্রত্যেক উপজেলায় ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটরা। এ অভিযান চলাকালে জনসচেতনতা সৃষ্টি করাসহ সরকার ঘোষিত লকডাউন অমান্য করে চা দোকানীসহ নিম্ন আয়ের মানুষদের জরিমানার পরিবর্তে খাদ্য সহায়তা দিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছেন জেলা প্রশাসনের কর্তাব্যাক্তিরা।

ভ্রাম্যমান আদালতে মোট ১৪টি অভিযানে ১১৯টি মামলায় ১৪৩ জনকে সংক্রামক রোগ (প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ ও নির্মুল) আইন, ২০১৮ (দন্ডবিধি,১৮৬০) ধারা মোতাবেক ৭৭ হাজার ২০০ টাকা জরিমানা ও দুইজনকে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ ধারা মোতাবেক কারাদন্ড প্রদান করা হয়।

জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. সবুজ হাসান বলেন, সরকার ঘোষিত চলমান বিধি-নিষেধ না মানায় চা-দোকানি ও নরসুন্দরসহ বিভিন্ন নিম্ন আয়ের মানুষেরা মোবাইল কোর্টে শাস্তির মুখোমুখি হলেও কুষ্টিয়া জেলার বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ সাইদুল ইসলামের নির্দেশনা মোতাবেক মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মানবিক খাদ্য সহায়তা তুলে দেওয়া হয়। একই সাথে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ বিবেচনায় তাদেরকে ঘরে ফিরে যাওয়ার অনুরোধ করা হয়।

তিনি আরও বলেন, জেলা প্রশাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এঁর নির্দেশনা মোতাবেক মোবাইল কোর্ট পরিচালনাকালে জেলা চা-দোকানি, নরসুন্দর, কামার, রিক্সা-ভ্যান চালকসহ নিম্ন আয়ের মানুষদের শাস্তি না দিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর খাদ্য সহায়তা প্রদান করে ঘরে ফিরে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করা হয়৷ এতে করে সুফলও পাওয়া যাচ্ছে। একেবারেই প্রয়োজনে বাইরে আসা নিম্ন আয়ের মানুষেরা এবং চা দোকানীরাও খাদ্য সহায়তা দেওয়ায় অনেকেই আর চায়ের দোকান খুলছে না বলেও জানান তিনি।

কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ সাইদুল ইসলাম বলেন, কোভিড-১৯ প্রতিরোধে লকডাউন কঠোরভাবে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এতে ভ্রাম্যমাণ আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটদের পুলিশ, সেনাবাহিনী, র্যাব ও আনসার সদস্যরা সহযোগিতা করছে। জনস্বার্থে জেলা প্রশাসনের এ অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে জানান তিনি।

এদিকে গত ২৪ ঘন্টায় কুষ্টিয়ায় ৫২২ টি নমুনা সংগ্রহ করে ১৪৯ জনের শরীরে নতুন করে কোভিড-১৯ করোনা ভাইরাস পজিটিভ শনাক্ত হয়েছে। এছাড়াও এই একই সময়ে আরও ৫ জন করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছে।

আলমডাঙ্গায় লকডাউন অমান্য করায় ৬জনকে জরিমানা

আলমডাঙ্গায় ‘সর্বাত্মক’ লকডাউন অমান্য করে চলাচল করায় ছয় জনকে ৩ হাজার ৬ শ টাকা জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত।

বুধবার সকাল ১০ টার দিকে উপজেলা নির্বাহী অফিসার রনি আলম নূর ও সহকারি কমিশনার ভূমি ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিট্রেট হুমায়ন কবির ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে এ জরিমানা করেন।

আদালত সূত্রে জানাগেছে, গতকাল (২৮ শে এপ্রিল) বুধবার দেশজুড়ে সর্বাত্মক লকডাউনের ৬ষ্ট দিন। দিন শুরুর দিকে আলমডাঙ্গা শহরে বাড়তে থাকে জনসমাগম।

আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহি অফিসার রনি আলম নূর ও সহকারি কমিশনার ভূমি ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিট্রেট হুমায়ন কবির ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে।

আদালতে সার্বিক সহযোগিতা করেন বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ও আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ। এ সময় লকডাউনে স্বাস্থ্য বিধি অমান্য করে চলাচল করায় ৬ জনকে ৩ হাজার ৬ শ টাকা জরিমানা করেন।

দামুড়হুদায় লকডাউনের বাস্তবায়নের প্রশাসন কঠোর ভূমিকায়

দামুড়হুদায় চলমান লকডাউন বাস্তবায়নের ৬ষ্ঠ দিনেও চেঁখে পড়ার ছিলো উপজেলা প্রশাসনের ভূমিকা।

বুধবার বিজিবি’র সমন্বয়ে দামুড়হুদা উপজেলার জয়রামপুর, লোকনাথপুর, রঘুনাথপুর, সুবলপুর দর্শনা, জিরাট,পারকৃষ্টপুর –

মদনায় লকডাউন বাস্তবায়ন তদারকি ও মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করেন দামুড়হুদা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট সুদীপ্ত কুমার সিংহ। এসময় অর্থদন্ড,আটকাদেশ, দোকান সিলগালা,বালুবহনের ট্রাক্টরসহ মালিকানাবিহীন মোটরসাইকেল জব্দ করার আদেশ দেন মোবাইল কোর্টের বিচারক।

মোবাইল কোর্ট সুত্রে জানা যায়, দিবব্যাপী মোবাইল কোর্ট পরিচালনা কালে দেখা যায়, লকডাউনে বাস্তবায়নে সরকারি বিধিনিষেধ অমান্য করে মাস্ক না পরা, দোকান খুলে রাখা, চায়ের দোকানে আড্ডা দেওয়া, বিনা প্রয়োজনে বাহিরে ঘুরে বেড়ানো সহ বিভিন্ন অপরাধে অর্থদন্ড প্রদান করা হয় হয়েছে।

এসময় উপজেলার জয়রামপুর ও রঘুনাথপুরে ইলেকট্রনিকস দোকান খোলা রাখায় ২টি দোকান সিলগালা করে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। কাজবিহীন বের হওয়ায় ৫টি মোটরসাইকেল জব্দ করা হয়। পরবর্তীতে জব্দ করা মোটরসাইকেল গুলোকে তাদের পিতামাতার হেফাজতে দেওয়া হয় । এসময় ৪ জনকে ২ ঘন্টার আটকাদেশ দেওয়া হয়। এছাড়াও দর্শনা জিরাটে একটি বালুটানা ট্রাক্টর জব্দ করে অর্থদন্ড প্রদান করা হয়েছে।

মোবাইল কোর্ট পরিচালনায় এসকল বিভিন্ন অপরাধে দন্ডবিধি, ১৮৬০ এর ২৬৯,সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮ এর ৬৬ ধারায় ১০ টি মামলায় ১৯ জনকে ১২হাজার ৫’শ টাকা অর্থ দন্ড আদায় করেন মোবাইল কোর্টের বিচারক দামুড়হুদা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট সুদীপ্ত কুমার সিংহ

গাংনীতে লকডাউন বিধি না মানায় জরিমানা

মেহেরপুরের গাংনীতে করোনাভাইরাসের তৃতীয় দফার লকডাউন এর পঞ্চম দিনে ১২ টি মামলা দিয়ে ১৬ জনের নিকট জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমান আদালত।
আজ মঙ্গলবার সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে ৬ হাজার ৭’শ টাকা জরিমানা আদায় করে ভ্রাম্যমাণ

আদালতের তিনটি টিম।
সরকারি নির্দেশনা অমান্য এবং স্বাস্থ্যবিধি লঙ্ঘনের দায়ে এ জরিমানা আদায় করা হয়। ৩টি টিমে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন গাংনী উপজেলা নির্বাহি অফিসার মৌসুমী খানম, উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি)ও এক্সিকিউটিভ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নাজমুল আলম এবং জেলা প্রশাসনের সহকারি কমিশনার ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট মিথিলা দাস।
ভ্রাম্যমাণ আদালতের কারি ৩টি টিম গাংনী পৌরসভার,বামন্দী ইউনিয়ান,সাহারবাটি ইউনিয়ান,কাথুলী ইউনিয়ান,রাইপুর ইউনিয়ান,তেঁতুলবাড়ি ইউনিয়ান, এবং ধানখোলা ইউনিয়ানের বিভিন্ন এলাকার কোভিড-১৯ প্রতিরোধকল্পে অভিযান ও ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন। এসময় অভিযান ও ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনায় সার্বিক সহযোগিতা করেন বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, পুলিশ বাহিনী, বিজিবি এবং আনসার ব্যাটালিয়নের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

চুয়াডাঙ্গায় গাঁজাসহ আটক-১

চুয়াডাঙ্গা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মাদকবিরোধী অভিযানে গাঁজাসহ এক জনকে আটক করা হয়েছে।

মঙ্গলবার দুপুর দেড়টার সময় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সদস্যরা চুয়াডাঙ্গা শহরতলীর দৌলতদিয়াড়ে অভিযান চালিয়ে গাঁজাসহ মাদক ব্যাবসায়ী শ্রী প্রসাদ সরকারকে আটক করে। পরে ভ্রাম্যমাণ আদালতে কারাদণ্ড ও জরিমানা করা হয়।

সাজাপ্রাপ্ত শ্রী প্রসাদ সরকার (৪৫) দৌলতদিয়াড় চৌধুরী পাড়ার শ্রী বাদল সরকারের ছেলে।

ভ্রাম্যমাণ আদালত সুত্রে জানা গেছে, মঙ্গলবার বেলা এক টার দিকে গোপণ সংবাদের ভিত্তিতে চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট হাবিবুর রহমানের নেতৃত্বে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক মো. শরিয়তউল্লাহ, পরিদর্শক আব্দুল্লাহ আল মামুন, উপপরিদর্শক আবুল কালাম আজাদ সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে দৌলতদিয়াড়ে শ্রী প্রসাদ সরকারের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করে। প্রসাদ সরকারের শিকারোক্তিতে তার ঘরে তল্লাশি চালিয়ে ২০ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করে।

পরে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট হাবিবুর রহমান মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে ভ্রাম্যমাণ আদালতে প্রসাদ সরকারকে ৫ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ১শ’ টাকা জরিমানা করেন। সাজাপ্রাপ্তকে জেলহাজতে পাঠানো হয়েছে।মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর থেকে জানানো হয়েছে মাদকবিরোধী অভিযান চলমান থাকবে।

আলমডাঙ্গায় দুই গাঁজা ব্যবসায়ীর ৬ মাসের কারাদণ্ড

আলমডাঙ্গায় গাঁজা বিক্রয়ের অভিযোগে ২ মাদক ব্যবসায়ীকে ৬ মাসের কারাদণ্ড দিয়েছে ভ্রাম্যমাণ আদালত। গতকাল সোমবার দুপুর ১২ টার দিকে উপজেলা সহকারি কমিশনার ভূমি ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিট্রেট হুমায়ন কবির এ আদালত পরিচালনা করেন।

জানাগেছে, আলমডাঙ্গা পৌর এলাকার এরশাদপুর গ্রামের মৃত ছের আলির ছেলে জুর-আলি ও পাশ্ববর্তী বেলগাছি ইউনিয়নের ডামোশ গ্রামের হবিবার রহমানের ছেলে মিজানুর রহমান লিজু দীর্ঘিদিন যাবৎ গাঁজা বিক্রয় করে আসছিলো।

বর্তমানে চলমান লকডাউনে ঘর বন্দি মানুষের মাঝে এ সকল মাদক প্রশাসনের চোঁখকে ফাঁকি দিয়ে বিক্রয় করে। এরই কারণে এরশাদপুর ও ডামোশ গ্রামের উঠতি বয়সের যুবকেরা মাদকে আসাক্ত হচ্ছে। এ সকল ব্যবসায়ীরা পরিচিত মানুষের মাঝে গাঁজা বিক্রয় করে।
গোপন সংবাদের ভিত্তিতে আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ গতকাল সোমবার ভোরে আলমডাঙ্গা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) আলমঙ্গীর কবিরের নির্দেশে এসআই সুফল কুমার সঙ্গীয় ফোর্স মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করেন। অভিযানে ডামোশ গ্রামের মিজানুর রহমান লিজু ও এরশাদপুর গ্রামের জুর-আলিকে আটক করে। দুই মাদক ব্যবসায়ীদের বাড়ি তল্লাশি করে উভয়ের নিকট থেকে ২৫ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করে।
বিষয়টি উপজেলা সহকারি কমিশনার ভূমি ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিট্রেট হুমায়ন কবিরকে অবগত করা হলে ঘটনাস্থলে পৌঁছে দুই মাদক ব্যবসায়ীকে ৬ মাসের কারাদণ্ড প্রদান করেন।

মেহেরপুর ডিবি পুলিশের অভিযানে হেরোইনসহ দু’জন আটক

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার দারিয়াপুর এলাকা থেকে হেরোইনসহ রিংকু মিয়া (২১) ও তুফান আলী (২০) নামের দুই যুবককে আটক করেছে জেলা গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশের একটি দল।

সোমবার দুপুরে মুজিবনগর থানাধীন দারিয়াপুর শুটকিজোলা বিল এলাকায় অভিযান চালিয়ে ২০ গ্রাম হেরোইনসহ তাদের আটক করা হয়।

আটক রিংকু মিয়া মেহেরপুর সদর উপজেলার নবীন নগর (খালপাড়া) এলাকার আবু সিদ্দিক এর ছেলে এবং তুফান আলী মুজিবনগর উপজেলার দারিয়াপুর গ্রামের কাবিদুল ইসলামের ছেলে।

ডিবি পুলিশের ওসি জুলফিকার আলী জানান, জেলার বিভিন্ন জায়গায় মাদকবিরোধী অভিযান চলমান এর ধারাবাহিকতায় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানতে পারি রিংকু মিয়া ও তুফান আলী নামের দুই যুবক দারিয়াপুর শুটকিজোলা বিল এলাকায় হেরোইন পাচার করছে।

এমন সংবাদের ভিত্তিতে এস আই (নি:) বিশ্বজিৎ সরকার এর নেতৃত্বে সঙ্গীয় এএসআই (নি:) মাহতাব উদ্দিন সহ ডিবি পুলিশের একটি দল শুটকিজোলা বিল এলাকায় অভিযান চালায়। এসময় রিংকু মিয়া ও তুফান আলী কে তল্লাশি করে তাদের নিকট থাকা ২০ গ্রাম হেরোইনসহ তাদের আটক করা হয়।

এবিষয়ে তাদের বিরুদ্ধে মুজিবনগর থানায় নিয়মিত মামলা রুজু হইয়াছে।